স্টোভ

This Book Downloaded From
http://Doridro.com

প্রেমেন্দ্র মিত্র

স্টোভটা আর বাতিল না করলে নয়। পাম্প করতে-করতে হাতে ব্যথা ধ'রে যায়। কোনোরকমে যদি বা তারপর ধরে তবু থেকে-থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ ক'রে এমন দপদপ ক'রে ওঠে যে ভয় করে।

সত্যি ভয় করে? বাসন্তীর মনে প্রশ্নটা ঝিলিক দিয়ে উঠতে না উঠতেই স্বামী শশিভূষণ মাঝখানের দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করে—"কি গো, এখনো চা হ'ল না? তোমার চা খাওয়াতে ওদের ট্রেন ফেল করিয়ে ছাড়বে নাকি?"

"তা হ'লই বা ট্রেন ফেল। জলে তো আর পড়েনি। একটা রাত আমরা জায়গা দিতে পারব।"

শশিভূষণ এবার আরো একটু ব্যস্তভাবে ঘরেই এসে দাঁড়ায়। "না না, তুমি বুঝতে পারছ না....."

শশিভূষণকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বাসন্তী একটু ঝংকার দিয়েই বলে, "বুঝতে খুব পারছি কিন্তু কি করব বলো। দুটো বৈ দশটা হাত তো আর নেই!"

শশিভূষণের এতক্ষণে স্টোভটার দিকে দৃষ্টি পড়ে। অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে সে বলে, "তুমি আবার এই স্টোভ বার করেছ?"

"বার করব না তো কি করব? একটা উনুনে এত তাড়াতাড়ি সব-কিছু হয়?" —শশিভূষণের দিকে চেয়ে তারপর একটু হেসে সে বলে—"তোমার অতিথিকে শুধু চা দিয়ে তো আর বিদেয় করতে পারি না।"

কথাটায় প্রচ্ছন্ন একটু খোঁচা ছিল কি না কে জানে!

শশিভূষণের দৃষ্টি কিন্তু তখনও স্টোভটার দিকে। চিন্তিতভাবে বলে, "স্টোভটা কিন্তু না জ্বালালেই পারতে।"

"আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে অত ভাবতে হবে না। এদিকে তাড়াতাড়িও চাই, আবার স্টোভ ধরালেও ভাবনা। যাও, তুমি ততক্ষণ গল্প করগে যাও দেখি! আমি

এখুনি চা নিয়ে যাচ্ছি।"

"কিন্তু তার আগে আমিই না এসে পারলাম না। আচ্ছা, এসব হচ্ছে কি বলুন তো বৌদি?" মল্লিকা এসে বোধ হয় জুতো পায়ে থাকার দরুন চৌ-কাঠের ওপারেই দাঁড়ায়।

মল্লিকার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় অনেকক্ষণ হয়েছে, তবু বৌদি ডাকটা একেবারে নতুন। বাসন্তীর উত্তর দিতে তাই বোধ হয় একটু দেরি হয়। মল্লিকার দিকে খানিক চেয়ে থেকে সে বলে—"কি আর হচ্ছে ভাই। কিছুই তো পারলাম না।"

মল্লিকা জুতোটা খুলে এবার ঘরেই এসে বাসন্তীর পাশে ব'সে পড়ে।

"আহা শুধু মাটিতে বসলে কেন,"—ব'লে বাসন্তী একটা আসন তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেয়।

আসনটা সরিয়ে রেখে মল্লিকা বলে—"থাক, শুধু মাটিতে বসলে আমার মান যাবে না। কিন্তু আপনি যে রীতিমতো কুটুম্বিতে শুরু ক'রে দিলেন! তবু যদি নিজে থেকে খোঁজ ক'রে না আসতে হ'ত।"

বাসন্তী স্বামীর দিকে একবার চকিত কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে বলে—"সে দোষ তো ভাই আমার নয়।"

এতক্ষণ নাগাড়ে পাম্প দেওয়ার পর স্টোভটা ধ'রে উঠেছে। চায়ের কেটলিটা তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে বাসন্তী উঠে পড়ে বলে—"আমায় একটু রান্নাঘরে যেতে হচ্ছে ভাই। আপনারা ব'সে ততক্ষণ গল্প করুন।"

বাসন্তী উঠে চ'লে যায়। মল্লিকা মাথা নিচু ক'রে ব'সে থাকে। শশিভূষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ঠিক কি করা উচিত বুঝতে পারে না। স্টোভের সাইলেন্সারটাও খারাপ। তার একঘেয়ে কর্কশ শব্দ বেশ একটু অস্বস্তিকর।

মল্লিকা মাথা নিচু ক'রেই হঠাৎ ঈষৎ চাপা গলায় বলে—"এভাবে এসে বোধ হয় ভালো করিনি।"

কথাগুলো আরো মৃদুস্বরেই মল্লিকা বুঝি বলতে চেয়েছিল। স্টোভের আওয়াজের দরুন গলাটাকে একটু বেশি চড়াতে হয়। মনে হয়, কথাগুলো যেন উঁচু পর্দায় ওঠার দরুনই মর্যাদা হারায়, কেমন যেন একটু সুলভ হ'য়ে পড়ে।

"না, না, খারাপ আবার কিসের?" শশিভূষণ কেমন একটু আড়ষ্টভাবেই জবাব দেয়। কিন্তু জবাবটা ঠিক এভাবে মল্লিকা আশা করেনি। এবার শশিভূষণের মুখের দিকে চোখ তুলে সে বলে—"কেন যে এতদিন বাদে এ-খেয়াল হ'ল নিজেই জানি না, অথচ এই লাইনে আরো দু-তিনবার গেছি। গাড়ি বদলাবার জন্যে স্টেশনে অপেক্ষাও করেছি চার-পাঁচ ঘণ্টা। তখনও জানতাম তোমরা এখানেই আছ।"

শশিভূষণ কোনো জবাব দেয় না।

স্টোভটা হঠাৎ দপদপ ক'রে ওঠে, তারপর আঁচটা কেমন নিবে যায়। বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই মল্লিকা একটু স'রে বসে পাম্প দিতে আরম্ভ করে। স্টোভের শিখাটা বেড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে কর্কশ আওয়াজটায় সমস্ত ঘর ভ'রে যায়।

হঠাৎ শশিভূষণ অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে বলে—"আরে আরে করছ কি? অত পাম্প দিয়ো না।"

পাম্পটা থামিয়ে মল্লিকা শশিভূষণের দিকে চেয়ে একটু অবাক হ'য়েই জিজ্ঞাসা করে—"কেন?"

"মানে, স্টোভটা অনেক দিনের পুরনো, খারাপ হ'য়ে গেছে। হঠাৎ ফেটে যেতে পারে।"

শশিভূষণের চোখে পরিপূর্ণ স্থির দৃষ্টি রেখে মল্লিকা বলে—"তা হ'লে ভয়ানক একটা কেলেঙ্কারি হয়—না?"

শশিভূষণ কেমন একটু সংকুচিতভাবে চোখটা সরিয়ে নেয়।

মল্লিকা কিন্তু চোখ না নামিয়েই আবার বলে—"তোমার স্ত্রী মানে বৌদি তো এই স্টোভই জ্বালেন?"

শশিভূষণ অন্যদিকে চেয়েই বলে—"না, খারাপ হ'য়ে গেছে ব'লে এটা ব্যবহারই হয় না। আজ কেন যে বার করেছে কে জানে।"

"ও" বলে মল্লিকা এবার মাথা নিচু ক'রে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে।

হঠাৎ শশিভূষণ চমকে উঠে বলে—"ও কি, হচ্ছে কি? বলছি পাম্প দিয়ো না, বিপদ হ'তে পারে।"

স্টোভের আওয়াজের দরুন শশিভূষণকে কথাগুলো বেশ চেঁচিয়েই বলতে হয়। বাসন্তী তখন রান্নাঘর থেকে বড়ো একটা থালা হাতে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে—"বিপদ আবার কি হ'ল?"

মুখ ফিরিয়ে বাসন্তীর দিকে চেয়ে মল্লিকা সকৌতুক হাসির সঙ্গে বলে—"দেখুন তো বৌদি! আপনার স্টোভে একটু বেশি পাম্প দিলেই নাকি বিপদ হবে! স্টোভটা কি অতই খারাপ নাকি?"

বাসন্তী স্বামীর দিকে একবার তাকায়, তারপর রান্নাঘর থেকে আনা গরম খাবারের থালাটা ছোটো টেবিলটার উপর রেখে বলে—"খারাপ হ'তে যাবে কেন? ওঁর ওইরকম অদ্ভুত ধারণা। একটু পুরনো হ'লেই বুঝি স্টোভ অচল হ'য়ে যায়!"

"আমিও তাই বলি।" মল্লিকা সমানে স্টোভটায় পাম্প দিতে থাকে। কেটলির তলা থেকে নীল আগুনের শিখা হিংস্র গর্জন ক'রে চারিধারে যেন ফণা তোলে।

শশিভূষণ কি বলতে গিয়ে যেন বলতে পারে না। কেমন একটু ভীত অসহায়ভাবে বাসন্তীর দিকে তাকায়। বাসন্তী তবু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ শশিভূষণ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাসন্তী একটু হেসে মল্লিকার পাশে ব'সে পড়ে, স্টোভটা একটু সরিয়ে নিয়ে বলে—"থাক ভাই থাক, আর দরকার নেই। দু-দণ্ডের জন্যে দেখা করতে এসে অত খাটলে আমাদের যে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না। আপনি ও-ঘরে গিয়ে বসুন, আমি এখুনি চা নিয়ে যাচ্ছি। আপনার ভাই বোধ হয় এতক্ষণ একা-একা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছেন।"

মল্লিকা সব কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে। হঠাৎ যেন অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে সে বলে—"আপনি বোধ হয় ভয় পাচ্ছিলেন যে স্টোভটা আমি ফাটিয়েই দিলাম।"

"না, ভয় পাব কেন? ফাটবার হ'লে ও-স্টোভ অনেক আগেই ফাটত!" বাসন্তী গলার সুরটা তারপর পাল্টে বলে—"আপনাকে কিন্তু সত্যিই এবার উঠে ও-ঘরে যেতে হবে। এমনিতেই অতিথি-সৎকারের যথেষ্ট ত্রুটি হ'য়ে গেছে।"

"না, আপনি লৌকিকতার চরম ক'রে ছাড়লেন।"—বলে মল্লিকা এবার পাশের ঘরে চ'লে যায়।

স্টোভের আওয়াজটা পাশের ঘরেও বেশ প্রচণ্ড। তবে একেবারে অত দুঃসহ নয়। মল্লিকার পায়ের শব্দ তাই বোধ হয় শশিভূষণ শুনতে পায় না। একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর চমকে মুখ তুলে তাকায়। তারপর কেমন যেন একটু সংকুচিতভাবে বলে—"তোমার ভাই আবার একটু ঘুরে বেড়াতে গেল। ট্রেনের সময় হ'য়ে যাবে ব'লে ভয় দেখালাম—তবু শুনল না।"

"তা যাকগে। তোমার ভয় নেই। ট্রেন আমরা কিছুতেই ফেল করব না।"

কথাটা কোনোরকম ঝাঁজ না দিয়েই মল্লিকা বলে। তারপর শশিভূষণের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না তাকিয়েও পারে না। শশিভূষণ কি এ-কথারও একটা উত্তর দিতে পারে না?

শশিভূষণ কিন্তু নীরবে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। মল্লিকার ইচ্ছে হয়, হঠাৎ চিৎকার ক'রে বলে—'তোমার ভয় নেই, ভয় নেই। পাঁচ বছর বাদে আজ হঠাৎ তোমার সংসারে ভাঙন ধরাব ব'লে আমি আসিনি। তবে আগুন অনেকদিন নিবে গেলেও একটা দুটো স্ফুলিঙ্গ হয়তো এখনো আছে, নির্লজ্জের মতো এই আশাই করেছিলাম।'

এসব কিছুই সে বলে না অবশ্য। নিতান্ত সহজভাবেই সাধারণ আলাপ করবার চেষ্টা করে—"তোমার এখানকার চাকরি তো প্রায় চার বছর হ'ল—না?"

"হ্যাঁ, প্রায় তাই।"

"ভালো লাগে এইরকম মফস্বল শহরে প'ড়ে থাকতে?"

"না লাগলে উপায় কি? কলকাতায় কোনো কলেজে চাকরি পাওয়া তো সহজ

উপায় কি? ঠিক শশিভূষণেরই যোগ্য উত্তর। এই শশিভূষণের সত্যকার চরিত্র। চিরকাল ভাগ্যের কাছে আগে থাকতে হার মেনে সে ব'সে আছে। স্রোতের বিরুদ্ধে একটিবার রুখে দাঁড়াবার সাহসও তার নেই। পাঁচ বৎসর আগেও এমনি ক'রেই সে দুর্বলভাবে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। সেদিন এতটুকু দৃঢ়তা তার মধ্যে থাকলে হয়তো তাদের জীবনের ইতিহাস আর একরকম হ'তে পারত।

সেদিনটা এখনো ভালো ক'রেই তার মনে আছে। অনেক ভেবে-চিন্তে মিউজিয়মের একটা ঘর তখন তারা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঠিক ক'রে নিয়েছিল। কলেজে দেখা হ'লেও কথা বলা সমীচীন নয়। তাই সময় ও সুবিধা হ'লেই একজন আরেকজনের জন্যে এই ঘরটিতে এসে অপেক্ষা করত। মিউজিয়মের সেটা পাথুরে নমুনার ঘর। তাদের জীবনের অনেক উদ্বেল মুহূর্তের সাক্ষী এই ঘর। বারবার পৃথিবীর নিদারুণ চাপে, বারবার সর্বনাশা প্রলয়ের আগুনে যত মাটি নিষ্পেষিত দগ্ধ হ'য়ে আশ্চর্য পাথর হ'য়ে গেছে, গ্রহলোক থেকে যত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার কঙ্কালাবশেষ পৃথিবীতে ফেলে গেছে, সে-ঘরে তারই নিদর্শন সঞ্চিত।

সেদিন মল্লিকাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকক্ষণ। বিশাল ঘরের সব ক'টা নিদর্শন দু-তিনবার ঘুরে দেখেও আর সময় ফুরোতে চায়নি। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে শশিভূষণ ঘরে ঢুকেছিল। তার মুখ দেখেই মল্লিকার যেন কিছু বুঝতে আর বাকি থাকেনি। তবু সে এ-হতাশাকে আমল দিতে চায়নি।

খানিকক্ষণ কেউই কোনো কথা বলেনি। নিঃশব্দে একটু ঘোরবার পর মল্লিকাই আর থাকতে পারেনি। সমস্ত সংকোচ জয় ক'রে নিজেই জিজ্ঞাসা করেছে—"কি বললেন?"

"মা?" শশিভূষণ যেন চমকে গেছে একটু। তারপর চুপ ক'রে থেকে মুখ ফিরিয়ে বলেছে—"মাকে কিছু বলিনি এখনো।"

মল্লিকা স্তব্ধ হ'য়ে গেছে একেবারে। শশিভূষণই আবার ক্লান্ত হতাশ স্বরে বলেছে—"মার শরীর খুব খারাপ। আজই দেওঘরে যাচ্ছেন কিছুদিন চেঞ্জের জন্য।"

অনেকক্ষণ, প্রায় যেন এক যুগ স্তব্ধ হ'য়ে থাকার পর মল্লিকা অর্ধস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করেছে—"তুমি—তুমিও যাচ্ছ নাকি?"

একটু ইতস্তত ক'রে শশিভূষণ বলেছে—"মা যেতে বলেছেন। তা ছাড়া—তা ছাড়া ভাবছি যা-কিছু বলার সেখানে বললেই সুবিধে হবে।"

মল্লিকা আর কোনো কথা বলেনি। সে যেন বুঝতে পেরেছে সমস্ত প্রশ্নের প্রয়োজন তখনই শেষ হ'য়ে গেছে।

শশিভূষণই খানিক বাদে বলেছে—"আমি না বললেও বাড়ির সবাই জানে—

মাও জানেন।"

এ-কথারও কোনো উত্তর দেওয়ার প্রবৃত্তি মল্লিকার হয়নি। একান্তভাবে ছোটো একটা উল্কাপিণ্ডের নমুনার দিকে মনোনিবেশ ক'রে সে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেছে।

শশিভূষণ আবার বলেছে, অত্যন্ত অপরাধীর মতো—"শরীর খারাপের ওপর মা হয়তো বড়ো বেশি বিচলিত হ'য়ে উঠবেন, এই ভয়েই এখনো কিছু বলিনি। আমি জানি, মাকে আমি শেষ পর্যন্ত বোঝাতে পারব।"

একটা জ্বালাময় উত্তর মল্লিকার বুক থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত উথলে উঠেছে। শুধু তোমার মাকে বোঝানোটাই কি বড়ো! আমার কি বাড়ি-ঘর আত্মীয়-সমাজ কিছু নেই? তোমার মার অনুগ্রহের ভিক্ষার ওপরই কি আমার জীবন নির্ভর করছে?

মল্লিকা কিন্তু নিজেকে সংযত করেছে আবার। এবং সেখানেই বোধ হয় জীবনের চরম ভুল করেছে। শশিভূষণ সেই জাতের মানুষ, নিজের মনকে নিজেই যারা সাহস ক'রে চিনতে চায় না। তাদের পেতে হ'লে জোর ক'রে আঘাত দিয়ে টেনে নিতে হয়। কি ক্ষতি ছিল সেদিন আর একটু নির্লজ্জ হ'য়ে শশিভূষণের এই জড়তা ভেঙে চুরমার ক'রে দিলে? সে জানে, সেদিন চেষ্টা করলে শশিভূষণকে সে আর ফিরে না যেতে দিতে পারত। শশিভূষণের নিজের মধ্যে কোনো প্রেরণা নেই? কিন্তু ইচ্ছে করলে সমস্ত বাধা, সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি মল্লিকাই তার মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারত। দেয়নি শুধু নারীসুলভ সংকোচ আর লজ্জায়, আর বুঝি একটু আহত অভিমানে। কী ভুলই সেদিন করেছে!

কিন্তু সত্যি ভুল করেছে কি? চকিতে এ-প্রশ্ন তার মনের সমস্ত দিগন্ত যেন একটা নতুন আলোয় উদ্ভাসিত ক'রে দেয়। এই আত্মবিশ্বাসহীন অসহায় দুর্বল মানুষটির জন্যে গত পাঁচ বছর ধ'রে প্রতিটি মুহূর্তে সে নিঃশব্দে পুড়ে-পুড়ে খাক হয়েছে, কিন্তু সত্যি একে জয় ক'রে নিলে সে কি সুখী হ'ত? ভিজে সলতেয় সারা জীবন ধ'রে আগুন ধরিয়ে রাখার ব্রত ক্রমশ একদিন দুর্বহ হ'য়ে উঠত না কি?

"স্টোভটার আওয়াজটা বড়ো বিশ্রী শোনাচ্ছে না?"—শশিভূষণের কথায় মল্লিকার চমক ভাঙে।

অদ্ভুতভাবে হেসে বলে—"ভয় হচ্ছে নাকি! কিন্তু বৌদি তো বললেন স্টোভ মোটেই খারাপ নয়।"

কেটলির জল ফুঠে উঠে স্টোভের উপর উথলে পড়তেই বাসন্তীর যেন হুঁশ হয়। কেটলিটা নামিয়ে চায়ের পটে জল ঢেলে স্টোভটা নিবিয়ে দেবার জন্যে সে চাবিটার দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে যাওয়ায় চাবি ঘোরানো আর হয় না।

সত্যিই কি স্টোভটা আজ হঠাৎ এই মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে? ভাগ্যের সঙ্গে এ-বাজি খেলবার সাহস তার আছে কি? একদিন ছিল। সেদিন সত্যিই এই স্টোভটাই সে শেষ-মুক্তির পথ ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছিল। কেউ কিছু জানবে না, কিছু বুঝবে না, কোনো অপবাদ কারুর গায়ে লাগবে না। সবাই জানবে শুধু একটা দুর্ঘটনা হ'ল।

সেদিন অত বড়ো নিদারুণ সংকল্প তাকে করতে হয়েছিল শুধু এই মল্লিকার জন্যে, ভাবতে এখন তার আশ্চর্য লাগে। মল্লিকাকে সে চোখে দেখেনি, তার একটা ছবি পর্যন্ত নয়। কিন্তু এ-বাড়িতে প্রথম পদার্পণের সঙ্গে-সঙ্গে শুভানুধ্যায়ীদের কল্যাণে ওই একটি নাম তার দিনরাত্রি বিষাক্ত ক'রে তুলেছে।

মল্লিকাকে সে কিভাবেই না কল্পনা করেছে! সে-কল্পনার সঙ্গে আজকের এই চাক্ষুষ পরিচয়ের এত তফাত হবে সে ভাবতেও পারেনি। মল্লিকাকে কুশ্রী বলা চলে না। কিন্তু সে-রূপও তার নেই যাতে পুরুষের মনে অনির্বাণ আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারে। লেখাপড়া শেখা আধুনিক মেয়ে ব'লে সাজসজ্জার একটা পরিচ্ছন্নতা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বয়সের ছাপটাও একেবারে আর লুকোনো নেই। স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে কলেজে পড়ত, সুতরাং বয়স নেহাত কম তো হ'ল না।

স্বামীর কাছে মল্লিকার নাম সে বিয়ের পর কোনোদিন শোনেনি, কিন্তু আর পাঁচজন হিতৈষী তো আছে, সাবধান করার, পরামর্শ দেবার।

ফুলশয্যার রাত্রেই তাকে সাজিয়ে, গুজিয়ে ঘরে পাঠাবার আগে আর সব মেয়েদের উদ্দেশ ক'রে এক ঠানদি সম্পর্কীয়া প্রৌঢ়া সেকেলে অভদ্র রসিকতা ক'রে বলেছিলেন—"ওরে সাজিয়ে তো দিলি, সঙ্গে একটা শিকলি দিয়েছিস তো? নইলে ও উড়ো পাখিকে বাঁধবে কি দিয়ে?"

প্রথমটা কিছু বুঝতে না পেরে শুধু রসিকতার ধরনে বাসন্তী লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু বোঝানোই যাদের আনন্দ তারা না বুঝিয়ে ছাড়বে কেন? একটু-একটু ক'রে কিছুই তার প্রায় শুনতে বাকি থাকেনি।

স্বামীর মুখে এক-আধবার মল্লিকার নাম শুনলে সে বোধ হয় অতটা আহত হ'ত না যতটা হয়েছে তার আপাতনির্বিকার নীরবতায়। কতদিন বিছানায় স্বামীকে চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে দেখে তার বুকের ভেতরটা জ্বালা ক'রে উঠেছে। হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই স্বামী এখন মল্লিকার কথাই ভাবছেন।

মল্লিকাই যদি তোমার দিবারাত্রির ধ্যান তো আমায় বিয়ে করতে গেছলে কেন?—ইতরের মতো ঝগড়া ক'রে এ-কথা বলতে পারলে বুঝি খানিকটা বুকের জ্বালা কমত। কিন্তু তার বদলে সে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে চলে গেছে।

শশিভূষণ খিল খোলার শব্দে একটু চমকে জিজ্ঞাসা করেছে—"যাচ্ছ কোথায়?"

"বাইরে বারান্দায় যাচ্ছি।"

ব্যস, আর কিছু বলবার দরকার হয়নি। হঠাৎ বারান্দায় যাবার কোনো কারণই স্বামী জানতে চান না। তাঁর কোনো কৌতূহল নেই। বাসন্তীর মনে হয়েছে যে, সে যদি বলত, "গঙ্গায় ডুবে মরতে যাচ্ছি" তা হ'লেও স্বামী বোধ হয় শুধু একটু 'ও' বলে নিশ্চিত মনে চুপ ক'রে থাকতেন। অসহ্য, অসহ্য এই নির্বিকার ঔদাসীন্য, এর চেয়ে সুস্পষ্ট অপমানও ঢের ভালো ছিল।

একদিন এই স্টোভের সামনে ব'সেই তাই তার মনে হয়েছে, কি ক্ষতি হয় সব একেবারে শেষ ক'রে দিলে। শাশুড়ী তখনও বেঁচে। তাকে স্টোভ জ্বালিয়ে চা করতে দেখে খানিক আগেই তিনি সাবধান ক'রে গেছেন—'ও-স্টোভটা তুমি কেন আবার জ্বালতে গেলে বউমা? ওটা খারাপ হ'য়ে গেছে ব'লে আমি কাউকে ছুঁতেই দিই না। দেখো বাপু ফেটে-টেটে আবার একটা কেলেঙ্কারি না হয়।'

ফেটে গিয়ে কেলেঙ্কারি! হ্যাঁ, এরকম দুর্ঘটনা খুব নতুন নয়। বাসন্তী প্রাণপণে স্টোভটায় পাম্প দিয়েছে। কোনো দুর্ঘটনাই কিন্তু ঘটেনি।

তারপর ধীরে-ধীরে কবে থেকে যে সব বদলে গেছে, বাসন্তী ঠিক স্মরণ করতেই পারে না। কিন্তু ক্রমশই তার মনে হয়েছে, এই একান্ত অসহায় পরনির্ভর মানুষটি, এক-পা যে তার সাহায্য বিনা চলতে পারে না, নিজের অসুখটা পর্যন্ত যার বাসন্তীর কাছে জেনে নিতে হয়, গভীর কোনো ভালোবাসা তার মনে চিরন্তন হ'য়ে আছে এ কি বিশ্বাস করবার যোগ্য? যার মনের, হৃদয়ের সমস্ত ব্যাপার আজ বাসন্তীর কাছে জলের মতো স্বচ্ছ, এমন কোন আশ্চর্য গোপন স্থান তার কোথাও কি থাকতে পারে যেখানে অত বড়ো ভালোবাসা নিঃশব্দে গোপন ক'রে রাখা যায়? কোনোদিন কোনো রং যদি শশিভূষণের মনে লেগে থাকে, বাসন্তী স্থির বিশ্বাসে জানে যে, সে-রং অনেক আগেই ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে।

একদিন সে নিজেই তাই মল্লিকার কথা তুলেছে স্বামীর কাছে।

"ওগো এখানে গোকুলপুরের মেয়েদের স্কুলে নতুন কে হেড মিস্ট্রেস হয়েছেন জানো? তোমাদের সেই মল্লিকা রায়।"

মল্লিকা সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলাপ এই প্রথম। তবু বাসন্তীর কথার ধরনে শশিভূষণের কোনো ভাবান্তরই চোখে পড়ে না। নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই সে বলে —"হ্যাঁ, শুনেছি।"

এতটা নির্লিপ্ততা বুঝি বাসন্তীও আশা করেনি। সে আবার একটু খোঁচা দেবার জন্যেই বলে—"আমাদের এই জংশন স্টেশনেই তো গাড়ি বদল ক'রে যেতে হয়। একবার আসতে বলো না কেন?"

"কি জন্যে?" শশিভূষণ যেন একটু অবাক হ'য়েই জিজ্ঞাসা করেছে।

"কি জন্যে আবার! একবার একটু দেখতাম।"—ব'লে বাসন্তী সেখান থেকে চ'লে গেছে।

শশিভূষণ অবশ্য বলেনি। মল্লিকা আজ এতদিন বাদে নিজে থেকেই এসেছে। না, সত্যিই কোনো জ্বালা, কোনো সংশয় বাসন্তীর মনে আর নেই। সে বরং খুশী হয়েছে মনে-মনে। তার এই পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের দিন মল্লিকাকে সে এনে দেখাতে চেয়েছিল। যত জ্বালা সে এতদিন পেয়েছে এ যেন তারই প্রতিশোধ।

ও-ঘরে ব'সে এখনও ওরা গল্প করছে। কি গল্প করছে কে জানে? যাই করুক কিছু আসে যায় না। বাসন্তী জানে তার কোনো ভয় আর নেই।

ঠিক এই মুহূর্তে স্টোভটা কি ফেটে যেতে পারে?

হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে যাওয়ায় বাসন্তী চমকে ওঠে। কি ভাববে তা হ'লে মল্লিকা? কি ভুল ধারণাই না সে করতে পারে! অনায়াসেই ভাবতে পারে এই নিদারুণ নাটকীয় পরিণামের সেই বুঝি মূল। বুঝি সে আসাতেই বহুদিনের নিরুদ্ধ বেদনার এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ!

না, না, এ মিথ্যে গৌরবের সুযোগ কিছুতেই মল্লিকাকে দেওয়া যায় না। স্টোভটা নেবাবার জন্যে বাসন্তী চাবিটাকে ঘোরাতে যায়। হঠাৎ চাবিটা এত এঁটে গেলই বা কি ক'রে? বাসন্তী সমস্ত শক্তি দিয়েও সেটা ঘোরাতে পারে না। হঠাৎ ভয় পেয়ে তার মনে হয় শশিভূষণকে ডাকবে কিনা! কিন্তু না, সে বড়ো লজ্জার ব্যাপার। তা হ'লে মল্লিকার কাছে মান থাকে না।

স্টোভটা কিন্তু সত্যি যেন উন্মাদের মতো হিংস্র গর্জন করছে। উঠে কোথাও স'রে যাবার কথাও বাসন্তী ভাবতে পারে না। প্রাণপণ শক্তিতে সে চাবিটা খোলবার চেষ্টা করে। কিছুতেই-কিছুতেই আজ কোনো দুর্ঘটনা যে ঘটতে দেওয়া যায় না।